দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... JUN 23 1999
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

342

আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের একটি বিতর্কিত সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গে

গত ৩১-৫-৯৯ তারিখে বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তানের খেলা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ খেলায় বাঙালি বীরেরা ৬২ রানের বিশাল ব্যবধানে পাকিস্তানকে পরাজিত করে। বিশ্বকাপের এই খেলাটি হয়তো বা বহির্বিশ্বে মর্যাদাহীন ছিল, কারণ সবাই হয়তো ধারণা করে-ছিলেন যে, পাকিস্তান বাংলাদেশকে খড়-কুটোর মতো উড়িয়ে দেবে। কিন্তু যেহেতু এটি ছিল বাংলাদেশের খেলা, তাও আবার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তাই খেলাটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখার কৌতূহল ১২ কোটি বাঙালির সবারই ছিল বলে আমি মনে করি। স্কুলের ছাত্রছাত্রীরাও এ থেকে বাদ নয়। কারণ বিশ্বকাপ উত্তেজনা তাদের মাঝেই সংক্রমিত হয়েছে বেশি। তাই উক্ত তারিখে বাংলাদেশের, বিশেষ করে ঢাকার অধিকাংশ স্কুলেই ছাত্রছাত্রীদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে অর্ধদিবস ছুটি ঘোষণা করা হয়েছিল। আমি ঢাকার একটি নামকরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের ছাত্র। আমাদের স্কুলের দিবা শাখার সাধারণ সময়সূচি হচ্ছে ১২ঃ০৫-৫ঃ১৫; কিন্তু বিশ্বকাপের সুবিধার্থে স্কুলের দিবা শাখার সময়সূচি ১১ঃ৪০-৪ঃ৩৫ পর্যন্ত ধার্য করা হয়। উক্ত খেলার দিন অন্যান্য স্কুলের মতো আমরাও বাংলাদেশের খেলা দেখার জন্য প্রধান অধ্যক্ষার নিকট অর্ধদিবস ছুটির আবেদন করি। কিন্তু মাননীয় অধ্যক্ষা এবং সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ আমাদের আবেদন মঞ্জুর করলেন না। তাদের বক্তব্য ছিল যে, বিশ্বকাপ দেখার সুবিধার্থে স্কুলের সময়সীমা যথেষ্ট কমানো হয়েছে, সুতরাং কোন অর্ধদিবস ছুটি ঘোষিত হবে না। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে গত ১৬-৬-৯৯ তারিখে বিশ্বকাপ ক্রিকেটের ১ম সেমিফাইনালের পাকিস্তান বনাম নিউজিল্যান্ডের খেলা দেখার জন্য ছাত্ররা পুনরায় অর্ধদিবস ছুটির আবেদন করলে আমাদের মাননীয় অধ্যক্ষা এবং সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ তাতে সায় দেন।

এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে বাংলাদেশের খেলার দিন স্কুল কোনমতেই অর্ধদিবস ছুটি দেয়া যাবে না বলে তারা বিরোধিতা করলেন অথচ সেমিফাইনালে পাকিস্তানের খেলার দিন তারা বিনা আপত্তিতে অর্ধদিবস ছুটি মঞ্জুর করে দিলেন। যেহেতু এটি বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল খেলা তাই খেলাটি অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। তাই অর্ধদিবস ছুটি দেয়া অসমীচীন কিছু নয়; কিন্তু বাংলাদেশের খেলাটিও সেমিফাইনালের মতো আমাদের কাছে সমান গুরুত্ব বহন করেছিল। তাই আমার তাদের নিকট বিনীত জিজ্ঞাসা, কেন তারা এরকম একচোখা বিচার করলেন। এমনিতেই আমাদের স্কুলটির কিছুটা বদনাম রয়েছে যে, শিক্ষকরা পাকিস্তানি মনোভাবাপন্ন। তাই শিক্ষকরা এরকম একটি হটকারি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে কথাটির যৌক্তিকতা প্রমাণ করলেন না কি? এই প্রশ্নটি আমি আমার স্কুল শিক্ষক মহোদয়গণ আমার স্কুলের সহপাঠিগণ ও জাতির বিবেকের কাছে রাখলাম।

মোঃ সিরাজুল ইসলাম
১৬/১৯, তাজমহল রোড
মোহাম্মদপুর, ঢাকা।